বণিক বার্তা

ঢাবি আন্তঃবিভাগ বিতর্ক উৎসব

শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ চ্যাম্পিয়ন

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃবিভাগ বিতর্ক উৎসবে শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ চ্যাম্পিয়ন ও ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট (আইবিএ) রানার্সআপ হয়েছে। শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের শিক্ষার্থী জুলকার নাইন ফাইনালের সেরা বিতার্কিক নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়া উৎসবের সেরা বিতার্কিক হয়েছেন আসিফ রহমান (নৃবিজ্ঞান), নাহিন আহমেদ (রোবটিক্স অ্যান্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং) এবং তরিকুল ইসলাম (পদার্থবিজ্ঞান)।

গতকাল নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে 'আন্তঃবিভাগ বিতর্ক উৎসব'-এর ফাইনাল ও সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে 'জুলাই অভ্যুত্থান: তারুণ্যের কণ্ঠস্বর' স্লোগানকে উপজীব্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ বিতর্ক উৎসবের আয়োজন করে। গত ১০ জুলাই এই বিতর্ক উৎসব শুরু হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃবিভাগ বিতর্ক উৎসব আয়োজন সংক্রান্ত কমিটির আহ্বায়ক প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. ছিদ্দিকুর রহমান খান, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটির প্রধান মডারেটর অধ্যাপক ড. এস এম শামীম রেজা ও মডারেটর আমিরুস সালাত শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন। ডিবেটিং সোসাইটির সভাপতি জুবায়ের হোসেন স্বাগত বক্তব্য দেন।

The Daily Campus

আইবিএকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ

ঢাবি আন্তঃবিভাগ বিতর্ক উৎসব

০৫ আগস্ট ২০২৫, ২২:২৬

ঢাবি আন্তঃবিভাগ বিতর্ক উৎসব © জনসংযোগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) আন্তঃবিভাগ বিতর্ক উৎসবে শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ চ্যাম্পিয়ন এবং ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট (আইবিএ) রানার্স আপ হয়েছে। শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের শিক্ষার্থী জুলকার নাইন ফাইনালের সেরা বিতার্কিক নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়া, উৎসবের সেরা বিতার্কিক হয়েছেন আসিফ রহমান (নৃবিজ্ঞান), নাহিন আহমেদ (রোবটিক্স এন্ড মেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং) এবং তরিকুল ইসলাম (পদার্থবিজ্ঞান)।

আজ মঙ্গলবার (৫ আগস্ট) নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে 'আন্তঃবিভাগ বিতর্ক উৎসব'-এর ফাইনাল ও সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে 'জুলাই অভ্যুত্থান : তারুণ্যের কণ্ঠস্বর' স্লোগানকে উপজীব্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই বিতর্ক উৎসবের আয়োজন করে। গত ১০ জুলাই এই বিতর্ক উৎসব শুরু হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃবিভাগ বিতর্ক উৎসব আয়োজন সংক্রান্ত কমিটির আহ্বায়ক প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. ছিদ্দিকুর রহমান খান, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটির প্রধান মডারেটর অধ্যাপক ড. এস. এম. শামীম রেজা ও মডারেটর আমিরুস সালাত শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন। ডিবেটিং সোসাইটির সভাপতি জুবায়ের হোসেন স্বাগত বক্তব্য দেন। ডিবেটিং সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক রাগীব আনজুম অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান একটি সহনশীল, পরমতসহিষ্ণু ও মননশীল সমাজ গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, বিতর্ক চর্চা এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। বিতর্ক মানুষের মেধা ও মননশীলতার বিকাশ ঘটায় এবং বুদ্ধিমত্তাকে শাণিত করে। যুক্তিবাদী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য তিনি বিতার্কিকদের প্রতি আহ্বান জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্ক চর্চাকে আন্তর্জাতিকীকরণের উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করবে।

উল্লেখ্য, মোট ৫৩টি বিভাগ ও ইনস্টিটিউট এই বিতর্ক উৎসবে অংশগ্রহণ করে। উৎসবের ফাইনাল রাউন্ডসহ মোট ৭৫টি রাউন্ডে এই বিতর্ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

সময়

জমজমাট আয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে 'জাগ্রত জুলাই কনসার্ট'

অপশাসনের হাত থেকে দেশ মুক্তির এক বছর পুর্তিতে সারা দেশে উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে। সে উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজন করা হয়েছে 'জাগ্রত জুলাই' কনসার্ট। দুপুর থেকে শুরু হয়েছে কনসার্টটি।

গণতান্ত্রিক চেতনার জয়গানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজন করা হয়েছে 'জাগ্রত জুলাই' কনসার্ট। ছবি: সময় সংবাদ

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক স্মৃতিকে স্মরণ করে এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক চেতনার জয়গানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজন করা হয়েছে 'জাগ্রত জুলাই' কনসার্ট।

মঙ্গলবার (৫ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসীবিরোধী রাজু ভাস্কর্য প্রাঙ্গনে এ কনসার্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এ কনসার্টের আয়োজন করেছে। কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কনসার্টটি উপভোগ করতে পারবেন।

The Country Today

DU VC Niaz Ahmed Khan says

We are heirs to legacy because of historic July

DU Correspondent

Dhaka University Vice-Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmed Khan paid deep tribute to the July movement fighters and remarked that, "Because of the historic July mass uprising, we are now heirs to a legacy. This has significantly increased our responsibility. We must now move forward toward building an inclusive society."

He made these comments as the chief guest at two separate seminars organized by the Faculty of Business Studies and the Faculty of Law on Sunday marking the first anniversary of the historic July mass uprising. Continued to page 2

We liable to dreams

been taken at the government level to publish books and make films focusing on the July mass uprising.

Through this initiative, documentaries, analytical publications and creative work are being done to present the historical event to the new generation, he said.

Expressing hope that quality publications and film production will be possible with the joint efforts of all government institutions concerned, he said, through this initiative, the July uprising will be remembered forever and the sacrifice of the martyrs will come alive for the new generation.

Mahfuj said the work of producing films and publishing research-based books on the July uprising has started from the DFP's own budget and the special allocation of the current fiscal year.

The second volume of the book titled "Graffitite Bangladesh" has already been published and the work of publishing a few more books is underway.

"Although the books published so far are mainly descriptive, this time we will present the issues analytically," he said.

A review publication will be brought out on the progress of the last one year, fulfillment of dreams and future plans, he added.

The information adviser said that government institutions including PIB, PID, BTV and Bangladesh Betar are actively working to collect, document and disseminate the history of the July uprising.

Besides, important work has also been done in this regard by private initiatives.

DFP Director General (DG) Khaleda Begum chaired the event while Information and Broadcasting Secretary Mahbuba Farjana, Principal Information Officer Md. Nizamul Kabir, Mass Communication Department DG Faizul Haque, PIB DG Faruk Wasif, Bangladesh Film Archive DG Md. Abdul Jalil and National Institute of Mass Communication Muhammad Hiruzzaman were present on the occasion. Later, the adviser visited various stalls of the publication festival.

আজকের পত্রিকা

শোভাযাত্রা জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বিভিন্ন মোটিফ নিয়ে 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান শোক ও বিজয়' শিরোনামে বিজয় শোভাযাত্রা করে বাংলাদেশি চারুশিল্পী সংসদ। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের সামনে থেকে শোভাযাত্রাটি বের হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

কালবেলা

জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবসে মঙ্গলবার শাহবাগে 'বাংলাদেশী চারুশিল্পী সংসদ' শোভাযাত্রা বের করে ›› কালবেলা

খবরের কাগজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের সামনে কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয়

ছবিগুলো তুলেছেন ইন্দ্রজিৎ কুমার ঘোষ

কালবেলা

জমজমাট আয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যে জুলাই জাগ্রত কনসার্ট উপভোগ করেন দর্শনার্থীরা

» কালবেলা